

নাটক



মানসিংহ ও ঈসা খাঁ ইব্রাহীম খাঁ

Bangla 1st Paper

নাটকটির মূলভাব

ইব্রাহীম খাঁ এই নাট্যাংশে হাজির করেছেন ঈসা খাঁ ও রাজপুত্র বীর মানসিংহের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও মহানুভবতার কাহিনি। বাংলার পাঠান বীর ঈসা খাঁ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করেন মানসিংহের বীর জামাতাকে। প্রতিশোধ নিতে মানসিংহ এগারোসিন্ধু ময়দানে ঈসা খাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। ঈসা খাঁ বীরত্বের সঙ্গে তা গ্রহণও করেন। যুদ্ধ চলাকালে হঠাৎ মানসিংহের তলোয়ার ভেঙে গেলে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু ঈসা খাঁ নিরস্ত্র মানসিংহকে আঘাত না করে তাঁর হাতে অপর একটি তলোয়ার তুলে দেন। ঈসা খাঁর বীরত্ব ও ঊদারত্ব মানসিংহ বিস্মিত হয়ে তলোয়ার ছুড়ে ফেলে জানান, ঈসা খাঁর সঙ্গে তাঁর কোনো যুদ্ধ নেই। তারপর দুই বীর পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন। দুজনেই ভারতের মোগল-পাঠান আর হিন্দু-মুসলমানের বন্ধুত্ব ও মিলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। নাট্যাংশটিতে মোগল-ভারত আমলের বীরত্ব, মহানুভবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রতিকলিত হয়েছে মানুষের উদারতা ও মহানুভবতা।



নাটকটির শিখনফল : নাটকটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : প্রকৃত বীরের নীতি ও সাহস সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-২ : একজন দেশপ্রেমিকের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে পারব।
- শিখনফল-৩ : মানবিক আচরণের গুরুত্ব বুঝতে পারব।

লেখক-পরিচিতি

নাম : ইব্রাহীম খাঁ।

জন্ম : ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : টাঙ্গাইল।

পেশা / কর্মজীবন : শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক।

সাহিত্য সাধনা : নাটক : কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা। গল্পগ্রন্থ : আলু বোখরা, দাদুর আসর। ভ্রমণকাহিনি : ইস্তাঙ্গুল যাত্রীর পত্র।

পুরস্কার/সম্মাননা : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৩)।

মৃত্যু : ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।



অনুশীলন



মূল্যায়ন পদ্ধতির সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, NCTB প্রদত্ত চূড়ান্ত নম্বর বটন অনুযায়ী অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় আনন্দপাঠ অংশ থেকে বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। মাস্টার ট্রেনার প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ নিচে সংযোজিত হলো। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য প্রস্তুতির গুলো বুঝে প্র্যাকটিস কর।

গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর



বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০১

ক. “অনেকে ভাববে, আমরা কাপুরুষ।” কথাটি কে বলেছেন? কেন বলেছেন? ব্যাখ্যা কর।

খ. ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকের প্রথম অংশের মূল বক্তব্য তুলে ধর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. “অনেকে ভাববে, আমরা কাপুরুষ।” কথাটি বলেছেন রাজপুত্র বীর মানসিংহ। মানসিংহের জামাতা পাঠান বীর ঈসা খাঁর কাছে পরাজিত হওয়ায় তিনি লজ্জায় ও অপমান বোধ থেকে উক্ত মন্তব্যটি করেন।

‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকটি বাংলার পাঠান বীর ঈসা খাঁ এবং রাজপুত্র বীর মানসিংহের যুদ্ধ ও মহানুভবতার কাহিনি নিয়ে রচিত। মানসিংহের জামাতাকে তিনি ঈসা খাঁর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর জামাতা ঈসা খাঁর কাছে পরাজিত ও নিহত হন। একজন ক্ষত্রিয় বীর নবাবের কাছে পরাজিত হলেন— এ বিষয়টি কিছুতেই মানসিংহ মেনে নিতে পারলেন না। লজ্জা, ঘৃণা, অপমানবোধে তিনি জর্জরিত হলেন। তার জামাতা নিহত হয়েছে এতে তিনি যতটা না দুঃখ পেলেন, তার চেয়েও বড় দুঃখ ছিল তার আত্ম অহমিকায় আঘাত লাগাতে। কেননা, মানসিংহ ছিলেন একজন বিখ্যাত বীর যোদ্ধা।

চারিদিকে তার যশ, খ্যাতি ছিল প্রবল। তাই সামান্য একজন বাংলার শাসকের কাছে পরাজয় তার কাছে দুঃখের, অপমানের। তাছাড়া, একথা শুনে রাজপুতনার নারীরা হাসবে, তার শত্রুরা উপহাস করে রটনা করবে যে, মানসিংহ নিজে ভয় পেয়ে জামাতাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। এসব ভেবে মানসিংহ অনেক ব্যথিত হন এবং বলেন, “অনেকে ভাববে, আমরা কাপুরুষ।” একজন বিখ্যাত, শক্তিশালী বীর যোদ্ধার জামাতা কি না সামান্য বাংলার শাসকের কাছে নিহত হলেন— এই অপমান বোধ ও লোকলজ্জার ভয়ে ব্যথিত মানসিংহ উক্ত মন্তব্যটি করে তার দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

খ. ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকটি ইব্রাহীম খাঁ রচিত একটি বিখ্যাত রচনা। এতে বাংলার পাঠান বীর ঈসা খাঁ এবং রাজপুত বীর মানসিংহের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও মহানুভবতার কাহিনি স্থান পেয়েছে। নাটকটির দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশের মূলবস্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো—

‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকের প্রথম অংশটিতে এগারোসিন্ধুর পরপারে মহারাজ মানসিংহের শিবিরকে দেখানো হয়। এখানে রাজপুত বীর মানসিংহ তার রাজপ্রতিনিধি দুর্জয়সিংহের সাথে কথা বলছে। মানসিংহ তার জামাতাকে পাঠিয়েছিলেন ঈসা খাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে। কিন্তু যুদ্ধে তার জামাতা পরাজিত ও নিহত হন। একজন সামান্য বাংলার শাসক মানসিংহের জামাতাকে নিহত করল এ বিষয়টি তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। লজ্জা, অপমান, ঘৃণা আর অহংকারবোধে তিনি জর্জরিত হন। তার মনে হতে থাকে মানুষ হয়ে জন্মেছিল, একদিন তো মরতেই হতো। কিন্তু তাই বলে রাজপুতনার মরুসিংহ শেষে বাংলার বকরির হাতে মারা গেল! এতে মানসিংহের আত্মঅহমিকায় আঘাত লাগে। তাছাড়া, তার জামাতা নিহত হয়েছেন, এতে তিনি যতটা না ব্যথিত, তারচেয়ে বরং রাজ্যে জনাজানি হলে লোকেরা কী বলবে তা নিয়ে তিনি বেশি চিন্তিত। অনেকে তাকে কাপুরুষ ভাববে। ভয় পেয়ে নিজে ঈসা খাঁর সামনে না গিয়ে জামাতাকে পাঠিয়েছেন বলে শত্রুরা তাকে উপহাস করবে। এসব ভেবে তিনি ব্যথিত হন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জ্বলে ওঠেন। তিনি ঈসা খাঁকে হত্যা করতে চান। তাই তার তরফ থেকে ঈসা খাঁর কাছে আবারও দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু দেখা যায় একজন দূত এসে খবর দেয় ঈসা খাঁ তার আহ্বান গ্রহণ করেছেন। ঈসা খাঁ তার নিজের হাত কেটে রক্ত নিয়ে তলোয়ারের ডগা দিয়ে উত্তরে লিখেছেন— ‘বহুত আচ্ছা’ অর্থাৎ ঈসা খাঁ যুদ্ধে রাজি আছেন। মানসিংহের প্রত্যাশা ছিল ঈসা খাঁ অবাক হবেন কিন্তু ঈসা খাঁ মানসিংহকে অবাক করে দিয়ে আবারও অভিনব কায়দায় যুদ্ধের পক্ষে সম্মতি জানানলেন।

নাটকটির প্রথম অংশে মানসিংহ ও দুর্জয়সিংহের কথোপকথনে বোঝা যায়, মানসিংহ একজন বীরযোদ্ধা। তার গৌরব, অহংকারকে চূর্ণ করে দিয়েছে তার জামাতার সামান্য শাসকের কাছে পরাজয়। ফলে তিনি প্রতিশোধম্পূহায় ব্যাকুল হয়ে পড়েন। পুনরায় ঈসা খাঁর সাথে যুদ্ধ করে তাঁর বীরত্বগাথাকে পূর্ণ করতে চান। রাজ্যে তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে চান। সেইসাথে দূতের কথায় বোঝা যায়, ঈসা খাঁও একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যোদ্ধা, যিনি শত্রুর কাছে কখনো হার মানতে রাজি নন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০২

ক. “আগে পাঠানেরা কথা বলত না, কথা বলত কেবল তাদের তির আর তলোয়ার।” কথাটি কে বলেছেন? কেন বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকের মূল বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন কর। ৭

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. “আগে পাঠানেরা কথা বলত না, কথা বলত কেবল তাদের তির আর তলোয়ার।”— কথাটি বলেছেন বাংলার পাঠান বীর ঈসা খাঁ। রাজপুত বীর মানসিংহের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে গিয়ে আগে তাদের মধ্যে উক্ত বাক্য বিনিময় হয়। মানসিংহ ঈসা খাঁকে ছোট করে কথা বললে ঈসা খাঁ উক্ত কথাটি বলেন।

‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকটি দুইজন বীর যোদ্ধার বীরত্বের কাহিনি নিয়ে রচিত। রাজপুত বীর মানসিংহকে ঈসা খাঁ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলে তিনি নিজে না গিয়ে তার জামাতাকে পাঠান। তার জামাতা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এতে মানসিংহ খুবই ব্যথিত হন এবং সামান্য বাংলার শাসকের কাছে পরাজয়ের গ্লানি সহ্যে না পেরে পুনরায় ঈসা খাঁকে যুদ্ধের আহ্বান করেন। ঈসা খাঁর সাথে মানসিংহের যুদ্ধের ময়দানে রোষপূর্ণ বাক্য বিনিময় হতে থাকে, যেন কেউ কাউকে ছাড় দিতে চান না। কথার এক পর্যায়ে মানসিংহ ঈসা খাঁকে ছোট করে কথা বলতে থাকেন। পাঠানেরা ইদানীং কথাও বলতে শিখেছে বলে কটুক্তি করতে থাকেন। এ কথার প্রেক্ষিতেই ঈসা খাঁ উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। অর্থাৎ পাঠানরা যে কতটা যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শী এবং তাদের বীরত্বের নমুনা প্রকাশের জন্যই ঈসা খাঁ কথাটি বলেছেন।

মানসিংহ ও ঈসা খাঁর মধ্যে তিক্ত বাক্য বিনিময়ের এক পর্যায়ে তারা নিজেদের বীরত্ব আর অপরকে অপমান করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মানসিংহের করা অপমানের জবাব দিতে ঈসা খাঁ উক্ত বস্তব্যটি করেন।

খ. ইব্রাহীম খাঁ রচিত একটি উল্লেখযোগ্য নাটক ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’। দুই অংশে বিভক্ত নাটকটিতে স্থান পেয়েছে রাজপুত বীর মানসিংহ এবং বাংলার পাঠান সর্দার ঈসা খাঁর বীরত্বগাথা ও উদারতার কাহিনি।

‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকের প্রথম অংশে রাজপুত বীর মানসিংহ সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি একজন বীর যোদ্ধা যার খ্যাতি পুরো রাজ্যের মানুষের মুখে মুখে। অথচ তার জামাতাকে একজন সামান্য বাংলার পাঠান সর্দার পরাজিত ও হত্যা করেছে। এতে মানসিংহ খুবই লজ্জিত, অপমানিত ও ক্রোধাধিত হন। তিনি সামান্য ঈসা খাঁর কাছে পরাজয় কিছুতেই মানতে পারেননি। ফলে পুনরায় তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়ার আহ্বান জানান। ঈসা খাঁও তা বীরত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। এগারোসিন্ধুর ময়দানে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দেখা যায়, মানসিংহের তলোয়ার ভেঙে গেলে তিনি ভীত হন। ঈসা খাঁকে বলেন তাকে হত্যা করতে। কিন্তু ঈসা খাঁ জানান তিনি নিরস্ত্রের ওপর আঘাত করেন না। এতে মানসিংহ অবাক হন কিন্তু তার আত্মঅহমিকা ও বীরত্বপূর্ণ স্বভাববলে ঈসা খাঁর বন্দি হতে চান কিন্তু কোনো অনুগ্রহ চান না। ঈসা খাঁ নিরস্ত্র মানসিংহের হাতে তার একটি তলোয়ার দেন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। ঈসা খাঁর এই উদার মানসিকতায় মানসিংহ অবাক হন এবং যুদ্ধ থামিয়ে দেন। দুই বীর পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। মানসিংহ ঈসা খাঁকে সত্যিকার অর্থে চিনতে পেরে আবেগে আধুত হন। তারা পরস্পরের হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেন। তাদের আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে মোগল-পাঠানের বন্ধুত্ব তৈরি হয়। তারা ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলনের মধ্য দিয়ে প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষার ব্রত গ্রহণ করেন।

‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকটিতে মূলত প্রকৃত উদারতা, বীরত্ব, মহানুভবতার চিত্র ফুটে উঠেছে। আমরা প্রত্যেকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার আগে মানুষ। সব সময় শক্তির জোরে নয়, বরং ভালোবাসা, মানবিক আচরণের মধ্য দিয়েও জয়লাভ করা যায়। নাটকের ঈসা খাঁ মানসিংহের সাথে উদার, মহানুভব ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণের কারণেই মানসিংহের মন জয় করতে পেরেছেন। ফলে তাদের মধ্য থেকে সকল শত্রুতা দূরীভূত হয়ে একটি হৃদয়াত্মক সম্পর্ক তৈরি হয়। নাট্যাংশটিতে মূলত মোগল-ভারত আমলের বীরত্ব, মহানুভবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৩

- ক. মানসিংহ কেন তলোয়ার ছুড়ে ফেলে দিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. ঈসা খাঁ কীভাবে মানসিংহের মন জয় করে নিলেন? তোমার পঠিত নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৭

৩৩ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ৩৩

ক. মানসিংহ ঈসা খাঁর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে যুদ্ধ করাকে অনর্থক মনে করেন। তাই তিনি যুদ্ধ না করে তলোয়ার ছুড়ে ফেলে দিলেন। মহানুভবতা মানুষের বিশেষ গুণ যা একজন মানুষের চরিত্রে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়। মহানুভব ব্যক্তির বিশেষ গুণে সকলেই মুগ্ধ হন এবং মন্দ ব্যক্তিও ভালো হয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। এমনই একটি বিষয়ের উপস্থিতি পাই ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাট্যাংশটির মধ্যে। এ নাটকের প্রধান দুই চরিত্র রাজপুত বীর মানসিংহ এবং বাংলার পাঠান সর্দার ঈসা খাঁ। মানসিংহের বীর জামাতা স্বয়ম্বে ঈসা খাঁর কাছে পরাজিত ও নিহত হন। একজন সামান্য পাঠান শাসকের কাছে রাজপুত বীরের জামাতার পরাজয় মানসিংহ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি আবারও ঈসা খাঁকে স্বয়ম্বে আহ্বান জানান। যুদ্ধ চলাকালে হঠাৎ মানসিংহের তলোয়ার ভেঙে গেলে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু দেখা যায় ঈসা খাঁ মানসিংহকে তার একটি তলোয়ার দেন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। জয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেও ঈসা খাঁ নিরস্ত্র মানসিংহকে আক্রমণ করেননি। এসব দেখে মানসিংহ খুবই বিস্মিত হন এবং ঈসা খাঁর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তলোয়ার ছুড়ে ফেলে দেন। তাদের মধ্যে একটি হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্কের সূত্রপাত হয়।

মানুষের প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে দয়া ও সহানুভূতি থাকলে যেকোনো কঠোর মানুষেরও হৃদয় জয় করা সম্ভব যা ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাট্যাংশটিতে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

খ. ঈসা খাঁর উদারতা, মহানুভবতা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের গুণেই তিনি মানসিংহের মন জয় করে নিয়েছেন।

‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ ইব্রাহীম খাঁ রচিত একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এতে রাজপুত বীর মানসিংহের বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব ও আত্মঅহমিকাবোধ এবং পাঠান সর্দার ঈসা খাঁর বীরত্ব, মহত্ত্ব ও মানবিকতার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। এ নাটকের অন্যতম চরিত্র মানসিংহ যিনি একজন বীর যোদ্ধা। তার বীরত্ব ও রাজত্ব নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি পরাজিত হতে পারেন না। তাই যখন ঈসা খাঁর সাথে স্বয়ম্বে তার জামাতা পরাজিত হন, তখন তিনি খুবই ব্যথিত হন। একজন সামান্য পাঠান সর্দারের কাছে পরাজয়কে তিনি মেনে নিতে পারেননি। ফলে আবারও ঈসা খাঁর সাথে স্বয়ম্বে লিপ্ত হন। যুদ্ধের ময়দানেও দেখা যায় মানসিংহ নানাভাবে কটুবাক্য বলে ঈসা খাঁকে ছোট করার চেষ্টা করেন। যুদ্ধ চলাকালে একপর্যায়ে মানসিংহের তলোয়ারটি ভেঙে যায়। তিনি পরাজয় মেনে নিতে চান। তাকে হত্যা করতে বললে ঈসা খাঁ তা করেননি। বরং তার একটি তলোয়ার মানসিংহকে দিয়ে দেন। ঈসা খাঁর এই উদার মানবিকতার গুণ দেখে মানসিংহ আর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেননি। মানসিংহ বুঝতে পারেন ঈসা খাঁ আসলে কোনো মন্দ ব্যক্তি নন। তার অসামান্য ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি মানসিংহের মন জয় করে নেন।

মানুষের আবেগ, অনুভূতিকে সম্মান করতে পারলে, তাদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করলে মানুষ সহজেই একে অন্যের আপন হয়ে ওঠে। আত্মঅহমিকাকে দূরে ঠেলে সুন্দর ও মানবিক আচরণই পারে একজন মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে। ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকটিতেও দেখা যায়, মানসিংহ প্রচণ্ড আত্মঅহংকারী ও ক্রোধান্বিত হলেও ঈসা খাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানতে বাধ্য হন। ঈসা খাঁর উদার, মানবিক, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ মানসিংহের যুদ্ধ করার মানসিকতাকে পালটে দেয়। যতটুকু ক্রোধ নিয়ে তিনি ঈসা খাঁর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, ঈসা খাঁর চমৎকার আচরণ দেখে তা যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়। ঈসা খাঁর বীরত্ব ও ঔদার্য, মহানুভবতা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কাছে মানসিংহের রোযানল জলে পরিণত হয়। ফলে সকল কষ্ট ও

যন্ত্রণা ভুলে মানসিংহ ঈসা খাঁর সাথে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন এবং দুজনেই ভারতের মোগল-পাঠান আর হিন্দু-মুসলমানের বন্ধুত্ব ও মিলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৪

- ক. “নিরস্ত্রের ওপর ঈসা খাঁ ওয়ার করে না।” কথাটি কে বলেছেন? কেন বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
খ. ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকে মানুষের উদারতা ও মহানুভবতার যে চিত্র প্রতিকলিত হয়েছে সেটি সম্পর্কে তোমার অভিমত তুলে ধরো। ৭

৩৪ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ৩৪

ক. “নিরস্ত্রের ওপর ঈসা খাঁ ওয়ার করে না।” কথাটি বাংলার পাঠান সর্দার ঈসা খাঁ বলেছেন। যুদ্ধের ময়দানে মানসিংহের তলোয়ার ভেঙে গেলে তিনি ঈসা খাঁকে বলেন তাকে হত্যা করতে। কিন্তু প্রত্যন্তরে ঈসা খাঁ উক্ত মন্তব্যটি করেন।

‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র পাঠান সর্দার ঈসা খাঁ। মহানুভবতা, উদারতা, দৃঢ় ব্যক্তিত্বে তিনি ছিলেন আকাশসম। রাজপুত বীর মানসিংহের জামাতার সাথে তার স্বয়ম্বে জামাতা পরাজিত হন এবং ঈসা খাঁ তাকে হত্যা করেন। এতে মানসিংহ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ঈসা খাঁর সাথে আবারও স্বয়ম্বে লিপ্ত হন। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড তিক্ত বাক্য বিনিময় হয়। মানসিংহ ঈসা খাঁকে যথাসম্ভব ছোট করে অপমান করতে থাকেন। প্রত্যন্তরে সংঘর্ষের সাথে ঈসা খাঁ বাকযুদ্ধ করেন। মানসিংহের তলোয়ার ভেঙে গেলে তিনি ভীত হয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু ঈসা খাঁ বলেন নিরস্ত্রের ওপর তিনি আঘাত করেন না। তার এই বাক্যটির মধ্য দিয়েই তার মহানুভবতা ও দয়ালু মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঈসা খাঁর বীরত্ব, ঔদার্য ও মহানুভবতার নিদর্শন হিসেবেই তার উক্ত বাক্যটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

খ. ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ ইব্রাহীম খাঁ রচিত একটি নাটক। এতে পাঠান সর্দার ঈসা খাঁর বীরত্ব ও ঔদার্যের গুণে মানসিংহের মন জয় করে নেওয়ার একটি চমৎকার ঘটনা স্থান পেয়েছে।

মানব চরিত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমা ও উদারতা। সমাজ জীবনে বসবাস করতে গেলে নানা রকম মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়। প্রতিটি মানুষের আলাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে। ফলে সবার আচার-আচরণ ভিন্ন হয়। এদের মধ্যে ক্ষমাশীল ও মহানুভব মানুষ সকলের কাছে আদরনীয়। ক্ষমা ও উদারতা একটি সাহসিকতার নিদর্শন। ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকেও দেখা যায় পাঠান সর্দার ঈসা খাঁ একজন বীর যোদ্ধা। তার ব্যক্তিত্ব ও ঔদার্য ছিল অসামান্য। অন্যদিকে রাজপুত বীর যোদ্ধা মানসিংহের সাথে তার স্বয়ম্বে হয়। মানসিংহও ছিলেন পরাক্রমশালী যোদ্ধা। ফলে তার ছিল প্রচণ্ড অহমিকাবোধ। সামান্য একজন পাঠান সর্দারের কাছে ক্ষত্রিয় বীরের জামাতার পরাজয়কে তিনি মেনে নিতে পারেননি। ফলে স্বয়ম্বে ঈসা খাঁকে তিনি বাক্যবাণে বিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈসা খাঁর ঔদার্যপূর্ণ আচরণে তিনি পরাস্ত হন। যুদ্ধ চলাকালে তার তলোয়ার ভেঙে গেলে ঈসা খাঁ তাকে বধ না করে নিজের তলোয়ার এগিয়ে দেন। ঈসা খাঁর এই উদার মানসিকতা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে মানসিংহ যুদ্ধ না করে তার তলোয়ার ছুড়ে ফেলে দেন। ঈসা খাঁ তার মহৎ আচরণের গুণেই মানসিংহের মন জয় করে নেন। দুই বীর পরস্পরের সজো আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন। এই আলিঙ্গনের মধ্য দিয়েই মোগল-পাঠানের বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়। ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ তৈরি হয়। হিন্দু-মুসলিমের বন্ধুত্ব ও মিলনের মাধ্যমে দেশমাতাকে পবিত্র রাখার প্রত্যয়ে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকটিতে দুই বীর, সাহসী, ব্যক্তিত্ববান যোদ্ধার ক্ষমা, উদারতা ও মহানুভবতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তৈরি হয়েছে একটি উদার মানবিক মূল্যবোধের গল্প, মহত্ত্ব ও দৃঢ়ব্যক্তিত্বের এক স্মৃতিভাষ্য।